কল্পনা। মৃত্যু। কল্পনা

অমিতাভ মৈত্র

বছর পঞ্চাশ আগে বলিউডের বাছাই করা কয়েকজন অভিনেতার কাছে একটি নৈশভোজের আমন্ত্রণের চিঠি পৌছয়। কয়েকদিন পরে অনুষ্ঠিত হবে সেই নৈশভোজ এবং আকাশে চাঁদ থাকবে না সেদিন। সানফ্রান্সিসকো থেকে বেশ কিছু দূরে বনভূমির মধ্যে পরিত্যক্ত এক বিশাল কুখ্যাত কবরখানা-অশরীরী কোনো আতঙ্কে যার নাম পর্যন্ত এড়িয়ে যায় সবাই— সেখানেই হবে নৈশভোজ। ঠিক রাত্রি দশটায়। নিমন্ত্রণ পত্রে কিছু অবশ্যপালনীয় নির্দেশ লেখা ছিল, যা এরকম—

১) প্রত্যেককে সম্পূর্ণ একা আসতে হবে।

২) পোশাকের রং সাদা হতে হবে।

৩) এই আমন্ত্রণের কথা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে। কোনো ভাবেই কাউকে জানানো যাবে না।

৪) আমন্ত্রণপত্রে রাস্তা নির্দিষ্ট করা আছে। সেই রাস্তা ধরে যেতে হবে এবং নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ি রেখে অনেকটা হেঁটে নির্দিষ্ট টেবিলে পৌঁছাতে হবে।

৫) ছ'সাত মাইলের মধ্যে জনপ্রাণী থাকবে না। সুতরাং নিজের দায়িত্ব আসতে হবে।

৬) কোনো আলো রাখা যাবে না সঙ্গে। লাইটার পর্যন্ত নয়।

বেশ কয়েক বর্গ কিলোমিটারের সেই অন্ধকার রাত্রির কবরখানায় কেউ নামে যখন ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে দুরু দুরু বুকে অনেক দূরে তাঁর টেবিলের উৎসহীন ক্ষীণ নীলচে আলো অনুসরণ করে যাচ্ছেন তিনি শুনতে পাচ্ছেন দূর থেকে আসা হায়নার ডাক আর রক্তজল করা এক নিচু স্কেলের বাজনা। অনেকটা হেঁটে তিনি যখন তাঁর টেবিলে পৌঁছলেন তিনি দেখলেন তাঁর জন্যই বরাদ্দ একটি চেয়ার, মাটিতে দৃঢ় প্রোথিত করে রাখা আছে। চেয়ারের ব্যাকরেস্টটা এমন যে পেছনে তাকিয়ে কিছু দেখা যাবে না। সামনে, পাশে, কাছে দূরে আর কোনো মানুষের চিহ্ন নেই। টেবিলের ওপর রাখা একটা ভাঙা পারদ ওঠা মাকড়সার জাল আর ধুলোয় জমাট আয়না হঠাৎ ভেসে এল চোখের সামনে। নিজের মুখ দেখেই যখন চমকে ভয়ে চিৎকার করে উঠছেন, তাঁর কাঁধের পেছন থেকে তখন হাড়ের দুটো হাত একটি পানীয়ভর্তি গ্লাস আর 'সুধাগতম' লেখা একটি খুলি তার সামনে নামিয়ে মুহূর্তে মিলিয়ে গেল আবার।

এখন, আপনিই যদি হয়ে থাকেন সেই ভাগ্যবান আমন্ত্রিত, জেনে রাখুন এবার সেই হাড়ের হাত আপনাকে ধারাবাহিকভাবে পরিবেশন করে যাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কিছু

খাবার ও পানীয়। যদি তখনও চেতনা অবশিষ্ট থাকে আপনার, তবু সন্দেহ করা যেতেই পারে যে আপনি ছুঁয়ে দেখার সাহস পর্যন্ত পাননি সেই স্বর্গীয় খাবার এবং কীভাবে শেষপর্যন্ত বাড়ি ফিরেছেন তার কোনো ধারণাও আর নেই আপনার।

আলফ্রেড হিচককের দেওয়া সেই ভোজসভায় যাঁরা হাজির ছিলেন সেদিন, ফিরে আসার পর তাঁরাও আর অনেক কিছু মনে করতে পারেন নি। শহরের গমগমে কোনো আড্ডায় যদি কোলরিজের সেই প্রাচীন নাবিকের মতো এসব কথা আপনাকে বলে যায় কেউ কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না আপনার। কেননা এখানে আপনার কল্পনা আরামে ঘুমিয়ে থাকে। শহরের বাইরের সেই কবরখানায় কিন্তু আপনি অন্যরকম হয়ে যাবেন। সৌন্দর্য যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় সেখান থেকেই ভয়ের শুরু আর এই ভয়ই হচ্ছে কল্পনার বিশ্বস্ততম বন্ধু। যা কিছু গ্রোটেস্ক, যেখানে আলো আঁধারি আর অজানা ভয়ের গা ছমছম সেখানেই কল্পনা স্বস্তি খুঁজে পায়, আশ্রয় পায়। তাই আমাদের কল্পনায় প্রাণীজগৎ ভীতিকর, বিপজ্জনক সরীসৃপে ঠাসা, সেখানে পক্ষীরাজ নেই, হীরামন নেই, কিছু নেই। হয়তো তাই আমাদের বেশি টানে দান্তের ইনফার্নো। কিন্তু প্যারাডিসো তার সমস্ত মহত্ব সত্ত্বেও তুলনায় যেন জোলো, পানসে ঠেকে আমাদের কল্পনায়।

দান্তের প্রসঙ্গে আর আনবোনা এই লেখায়— আজ রাত সাড়ে বারোটায় যখন এরকম ভাবছি তখন শক্ত কাপড়ে মাথা ঢাকা, তার ওপরে পাতার মুকুট একজন মাঝারি উচ্চতার, শ্যামবর্ণ তীক্ষ্ণনাসা রোমান বয়স ৭৫০ বছর, সামনে দাঁড়ালেন আমার। দুয়েকটি কথা বললেন যা এরকম—

২

১২৭৪ খৃষ্টাব্দে বসন্তে, আমার বয়স তখন ন বছর, ফ্লরেন্সের ফলকো পার্তিনারির বাড়ির উৎসবে প্রথম আমি বিয়াত্রিচেকে দেখি। অসাধারণ সুন্দরী সেই মেয়েটি ছিল আমার থেকে বয়সে একটু ছোট। এতো শান্ত, গভীর মর্যাদাব্যঞ্জক তার উপস্থিতি যে অনেকে তাকে দেবদূতি বলত। ওই বয়সেই যেন রহস্যময় সুদূর আর পরিপূর্ণ এক নারী সে। আমার জীবনের গতিপথ যেন সেই মুহূর্তেই স্থির হয়ে গেল। আমি জানলাম আমার সারাজীবনের অন্বেষণ সে এবং আমাকে এখন থেকে বাঁচতে হবে সেই মুহূর্ত পর্যন্ত যেখানে আমার অন্বেষণের শেষ। সামাজিক সৌজন্যের একটি দুটি কথা হয়েছিল সেই নারীর সাথে কয়েকবার মাত্র। কিন্তু এটুকু থেকেই তার সম্পর্কে আমার অনুভূতি অলৌকিক হয়ে ওঠে। সেই নারীর কাছে আমার অনুভূতি কখনো প্রকাশ করিনি। আমাদের বিবাহিত হওয়া ছিল পুরোপুরি অসম্ভব।

আমার বয়স যখন আঠারো প্রতিরাত্রির মতো সেই রাতেও আমি সেই নারীর কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমের পৃথিবীতে চলে যাই। স্বপ্নে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখলাম। আমার

ঘরের মধ্যে অগ্নিবর্ণ মেঘের পটভূমিকায় এক বিশাল সম্ভ্রান্ত পুরুষ যেন দাঁড়িয়ে আছেন আর প্রসন্ন ভাবে কিছু বলছেন আমাকে। তাঁর সব কথা আমি ধরতে পারিনি। শুধু এটুকু বুঝলাম যে তিনি আমার আত্মার অধিপতি। দুহাতে তিনি ধরে আছেন নিদ্রিতা এক নারীকে। শরীরে লঘুভাবে জড়ানো একটি লাল কাপড়। কাপড়ের অন্তরালে সেই শরীরটি ছিল নগ্ন। মুহূর্তের মধ্যে আমি সেই নারীকে বিয়াত্রিচে বলে চিনতে পারি। সেই বিস্ময়কর পুরুষটির এক হাতে একটি জ্বলন্ত স্পন্দনযুক্ত বস্তু। আমাকে বললেন, দেখ তোমার হৃদপিণ্ড। এবার সেই নিদ্রিতাকে জাগালেন তিনি আর জোর করে তাকে খেতে বাধ্য করলেন সেই জ্বলন্ত বস্তুটি। সেই নারী কাজটি করল অনিচ্ছার সঙ্গে। এবার কূলপ্লাবী কান্নায় ভেঙে পড়ল সেই পুরুষ আর তখনি চিনতে পারলাম নিজেকে, সেই পুরুষটির মধ্যে। সেই জড়িয়ে ধরে আকাশে উড়ে গেলেন সেই পুরুষ। যা বোঝার ছিল, স্বপ্ন আমাকে বুঝিয়ে দিল সব। গভীর বেদনায় আমি জেগে উঠলাম আর ভেঙে পড়লাম। অনেক পরে মনে হলো এই অনির্বচনীয় বিষয়টি ছন্দবন্ধনে লিখে রাখা দরকার। মানুষ পড়ুক। জানুক আমি কতোদূর পারি। আরো একটা ক্ষীণ আশা ছিল। আমার কবিতা যদি বিয়াত্রিচের চোখে পড়ে কোনো দৈব অনুগ্রহে এবং তাকে নিয়ে আমার অনুভূতি যদি সে জানতে পায়। সনেটটি ছিল এরকম—

প্রতি বন্দি আত্মা, আর সুচেতন হৃদয়ের প্রতি
(যাদের দৃষ্টির কাছে বর্তমান কথাগুলি যায়,
জবাবে তাদের লেখা মত যাতে আমাকে জানায়)
সালাম! প্রেমের নামে, সে দেব তাদেরই অধিপতি।

যতকাল ফুটে রয় সমুদয় তারকার জ্যোতি
তখনই প্রহরে তার তৃতীয়াংশ পেরিয়েছে প্রায়
যে নিমেষে প্রেমদেব দেখা দিল সহসা আমায়।
আমার স্মরণে ফেরে সত্তা তার, ভয়ংকর অতি।

মনে হল উল্লসিত প্রেম তার হাতে সেই ক্ষণে
আমার হৃদয় ধরে, আর তার দুই বাহুপাশে
আমার দয়িতা ছিল, ঢাকাঘেরা, ঘুমের গহনে।

অনন্তর কিশোরীকে জাগিয়ে ও দারুণ গহনে
জ্বলন্ত হিয়াকে পুরে শঙ্কিতার অনুগত গ্রাসে
চলে যায় পরে দেখি, প্রেমের দেবতা সরোদনে।

('প্রথম সনেট', অনুবাদ : শ্যামল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়)

এই কবিতাটিই আমার আর্তির প্রথম বাহন। তারপর প্রপাতের মতো আসতে থাকে আরো সনেট ও কবিতা। ফ্লরেন্সে ছড়িয়ে যায় আমার নাম। নানারকম দুর্নাম ও ছড়িয়ে পড়ে সাথে সাথে। বিয়ে হয়ে যায় বিয়াত্রিচের এবং চব্বিশ বছর বয়সেই মৃত্যু হয় তার। সেই সংবাদ জেনে মৃত্যুর সমতুল হতাশায় ডুবে যাই আমি। পরে বুঝতে পারি পার্থিব জীবন মৃত্যুর অনেক দূরে এক অলৌকিক বিভার মতো দাঁড়িয়ে আছে সে এবং আমার চেতনাকেই তার আলোয় পৌঁছতে হবে। লেখা শুরু হলো 'ভিতা নুওভা' বা নবীন জীবন। তার পরের ইতিহাস তোমরা জানো।

বলতে বলতে বাতাসে মিলিয়ে গেলেন দান্তে অলিগিয়েরি।

মৃত্যু, সম্ভবত, সবথেকে মহৎভাবে কল্পনাকে জাগায়। মৃত্যুর দেশ এক চির রহস্যের দেশ যেখানে অর্ফিউস পৌঁছে যান মৃত প্রিয়তমা ইউরিদেকে ফিরিয়ে আনতে। মৃত্যু স্পর্শিত নারী একটি চিরন্তন কবিতার বিষয়। মনে আসবে ওয়ার্ডওয়ার্থের লুসি কবিতাগুচ্ছ বা এডগার এলান পৌ'র Annabel Lee, The Raven, Ulalume বা To one in paradise কবিতাগুলির কথা। পো বিশ্বাস করতেন "The death of a beautiful woman is the most poetical topic in the world" প্রকৃতি শূন্যতাকে সহ্য করেনা, কিন্তু কল্পনা শূন্যতাকে চায়। মৃত্যুর এই শূন্যতা আছে।

৩

টমাস একজন ব্যস্ত পেশাদার ফটোগ্রাফার, যে তার ছবির বইয়ের জন্য অসংখ্য মডেলের ছবি তুলে যেতে যেতে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, বিরক্ত। মাঝপথে কাজ বন্ধ করে মডেলদের অপেক্ষায় রেখে সে বেরিয়ে মেরিয়ন পার্কে যায় অন্যরকম অরেকটা কাজ করতে। এক ভদ্র মহিলা তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন গোপনে তার স্বামী ও তার প্রেমিকার ছবি তোলার জন্য। পার্কের বেঞ্চে তারা নিয়মিত বসে সেখানে গোপন ক্যামেরা বসিয়ে সে চলে যায়। একটু রাত্রে ফাঁকা পার্কে গিয়ে সে ক্যামেরা নিয়ে আসে। ঘরে ফিরে সেই রীল ডেভলপ করতে গিয়ে সে দেখে প্রেমের দৃশ্য ছাড়াও একটি হত্যার দৃশ্য উঠেছে তার ক্যামেরায়। ঝোপের আড়াল থেকে আততায়ীর হাত আর গুলিবিদ্ধ একটি মানুষের মাটিতে পড়ে থাকা— শুধু এই দৃশ্যটুকুই সে পায়। আরো ভাল করে দেখার জন্য ছবিগুলো বড় (ব্লো-আপ) করতে থাকে। কিন্তু কোনো লাভ হয়না। বরং বড় করতে করতে একসময় পুরো অস্পষ্ট হয়ে যায় ছবি। অসংখ্য বিন্দু ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

বাস্তবকে ব্লো-আপ করতে করতে এভাবেই এক সময় সবকিছু কল্পনা হয়ে যায়।

রাত্রি বাড়লে টমাস আবার সেই পার্কে যায়। দেখে আলো অন্ধকারে মৃতদেহটি পড়ে আছে। সাথে ক্যামেরা না থাকায় ছবি তুলতে পারে না টমাস। একটু পরে ক্যামেরা নিয়ে টমাস আরেকবার সেখানে যায়। দেখে কোন মৃতদেহের চিহ্নও নেই কোথাও।

পার্ক থেকে একটু দূরে সে দেখে আলো জ্বেলে টেনিস খেলা হচ্ছে। দর্শকরা মাঝে মাঝে হাততালি দিচ্ছে, হর্ষ প্রকাশ করছে। পায়ে পায়ে অনেকটা এগিয়ে যায় টমাস এবং বিস্মিত হয়ে দেখে খেলা চলছে বল ছাড়াই। বলের শব্দও নেই। কিন্তু দর্শকরা এমনভাবে ঘাড় ঘোরাচ্ছে, বল ফেরাতে না পেরে যেভাবে হতাশা প্রকাশ করছে খেলোয়াড়রা, যেন সবকিছু সত্যি। একসময় খেলোয়াড় যে ভাবে হাত বাড়ায় টমাস দিকে, দর্শকরা যেভাবে তাকায়, টমাস বুঝতে পারে বলটা তার পায়ের কাছেই আছে কোথাও। টমাস থাকে। বুঝে নেয় সবকিছু। তারপরে নিচু হয়ে কাল্পনিক সেই বলটি খেলোয়াড়টির কাছে ছুঁড়ে দেবার ভঙ্গি করে। সবাই মৃদু হাসিতে নিঃশব্দে ধন্যবাদ জানায় তাকে। খেলা শুরু হওয়ার পর টমাস এবার অস্পষ্টভাবে বলের শব্দ শুনতে পায় এবং দাঁড়িয়ে থাকে এই বিশ্বাস নিয়ে যে খেলাটা সত্যিই চলছে আর বলটাও সে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে এবার।

ক্যামেরা একটি হত্যায় দৃশ্য ধরে আছে। ক্যামেরাকে বিশ্বাস করে টমাস পার্কে গিয়ে একটি মৃতদেহ খুঁজে পায়। কিন্তু ক্যামেরা বা টমাসের এই দেখায় প্রশ্ন তুলে দেয় পার্কের প্রাণবন্ত, সটান, রক্তের দাগহীন, সবুজ ঘাস। ঘটনাটা সত্যিই কি ঘটেছে— না কল্পনা। বাস্তব যেন কল্পনায় মিশে গেছে এখানে আর অস্পষ্ট করে দিয়েছে সবকিছু। আর এর ঠিক বিপরীতে দেখা যাক টেনিস খেলার দৃশ্যটি। প্রথমে যে বল ছিল কল্পনা নির্ভর, ঘাসের ওপর থেকে কাল্পনিক বলটি খেলার মধ্যে ছুঁড়ে দেবার পর, বলটি যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে টমাসের কাছে।

আন্তনিয়োনির ব্লো আপ ছবিটির কথা এতক্ষণ বলছিলাম।

৪

বাস্তবকে বড়ো করে তুললে তা কল্পনা হয়ে ওঠে এবং কল্পনাকে বাড়িয়ে দিলে সে তখন অ্যাবসার্ড হয়ে যায়। আবার কল্পনাকে চাপ দিয়ে বাস্তবের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যায়। সব কল্পনার মধ্যেই কোথাও লুকোনো থাকে আঘাতের কৌশল। যখন আমি কল্পনায় সম্পূর্ণ, নিস্তরঙ্গ জমাট কোনো সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে তখন সেই নৈশব্দ্য, সেই পূর্ণ স্থিরতাই তার আঘাতের কৌশল।